ভূমিকা

অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি করে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করার পেছনে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা অপরিসীম। 'মানব সেবা অভিযান' এরূপ একটি স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থা। সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ১৯৯৯ সাল থেকে সংস্থাটি অতি ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের পাশাপাশি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে অধিক সংখ্যক দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ২০০২ সাল হতে রাজশাহী শহরের নিকটস্থ গ্রামগুলোতে ছোট ছোট সমিতি গঠন করে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু হয়। সমিতির সভাসমূহে আর্থিক লেনদেন ছাড়াও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও নানা ধরণের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে নারী সদস্যদের উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করা হয়। শুরুতে শুধুমাত্র রাজশাহী শহর এলাকায় সংস্থার কার্যক্রম চালু ছিল। পরবর্তীতে ২০১৬ সাল থেকে এই সংস্থা রাজশাহী জেলা ব্যাপি কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে। এভাবে ধীরে ধীরে সংস্থার কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১৮ সালে এই সংস্থা চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর এবং পাবনা জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের অনুমতি পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সেবার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক কর্মপন্থার কারণে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি কার্যপোযোগী সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্দেশনায় সৎ,দক্ষ ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন কর্মী বাহিনীর প্রচেষ্টায় সংস্থা সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

দর্শন

(ক) সঞ্চয় অসময়ের বন্ধু। সঞ্চয় আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে এবং সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

(খ) ঋণপ্রাপ্তি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি মৌলিক অধিকার। সমষ্টিগত সঞ্চয় ঋণ তহবিল গড়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

(গ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল মৌলিক বিষয়ে সুবিধাপ্রাপ্তি পিছিয়ে পড়া জনগণের অন্যতম অগ্রাধিকার।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে সমবায়ের চেতনাবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে সুখী ও সমতাভিত্তিক ন্যায্য সমাজ গঠন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিবর্গকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, সঞ্চয় থেকে মূলধন গঠন করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্থা কাজ করছে।

স্বাবলম্বী নীতি

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। বাইরের কোন অনুদান ছাড়াই সদস্যদের সঞ্চয়, সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ, ব্যাংক ঋণ এবং পিকেএসএফ-এর ঋণ সহযোগিতায় এই সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা

করছে। সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ঋণ কার্যক্রম সংস্থার জীবনীশক্তিস্বরূপ।

সংস্থাকে স্বাধীন ও টেকসই হতে হলে ঋণ কার্যক্রমকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সংস্থার সকল কর্মীর বেতন, ভাতাদি ও নানাবিধ খরচ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আয় থেকে

বহন করা হয়। এই সংস্থা ঋণ কার্যক্রম হতে আয়ের কিছু অংশ ও ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কর্মকৌশল

কর্মসূচি শুরুতে আমরা একটি নির্দিষ্ট এলাকা জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী নির্বাচনপূর্বক তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকি। পরবর্তীতে কর্মসূচির শর্তসমূহ পূরণ হলে সেই এলাকায় কর্মসূচি শুরু হয়। মাঠপর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংস্থা নিম্নের বিষয়সমূহে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

- লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির সাথে সুসম্পর্ক ও বিশ্বস্ততা অর্জন।
- কর্মএলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ১৫ থেকে ৩০ জন নারী সদস্যদের নিয়ে ছোট ছোট সমিতি গঠন করা।
- একই ধরনের পেশা ও আয়ের উৎস সম্পন্ন সদস্যদের সমিতিতে অগ্রাধিকার দেয়া।
- আত্মনির্ভরশীলতার জন্য তাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা।
- সাপ্তাহিক সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সচেতন করা।
- সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে আর্থিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ

মোঃ রাশিদুল করিম
সভাপতি

মীর শাহজাহান আলী
সহ-সভাপতি

জান্নাতুল ফেরদৌস
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহ-সাধারণ সম্পাদক

মোঃ গোলাম সাকলাইন
কোষাধ্যক্ষ

মোঃ ইমতিয়াজ হাসান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

শামীম আফরোজ
সমাজসেবা সম্পাদক

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
কার্যকরী সদস্য

দেওয়ান আবু সাঈদ এমরান
কার্যকরী সদস্য

আরিফ আহম্মদ চৌধুরী
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর ড. সফিকুন্নবী সামাদী
সাধারণ সদস্য

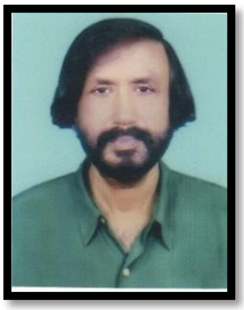

মোঃ আমজাদ হোসেন
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর মোঃ সারওয়ার জাহান
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর ড.শাহ আলম
সাধারণ সদস্য

মোঃ শামসুল আজম খান
সাধারণ সদস্য

এস.এম. আকতার হোসেন
সাধারণ সদস্য

মোঃ শহিদুল হাসান
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর ড.মাহমুদ আখতার শরীফ
সাধারণ সদস্য

ফরিদা ইয়াসমিন
সাধারণ সদস্য

তানজুমান আরা
সাধারণ সদস্য

গুলশান আরা
সাধারণ সদস্য

ডা. শামিমা আখতার
সাধারণ সদস্য

মোসাঃ শরিফা রহমান
সাধারণ সদস্য

সাবরীনা শাহনাজ চৌধুরী
সাধারণ সদস্য

সঃ মঃ আব্দুস সামাদ আজাদ
সাধারণ সদস্য

এ.এম.এম. আরিফুল হক
সাধারণ সদস্য

মোঃ এনামুল হক চৌধুরী
সাধারণ সদস্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ

সময়কাল: ০১ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত

মোঃ রাশিদুল করিম
সভাপতি

জান্নাতুল ফেরদৌস
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ গোলাম সাকলাইন
কোষাধ্যক্ষ

মীর শাহজাহান আলী
সহ-সভাপতি

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহ সাধারণ সম্পাদক

মোঃ ইমতিয়াজ হাসান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

শামীম আফরোজ
সমাজসেবা সম্পাদক

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
কার্যকরী সদস্য

দেওয়ান আবু সাঈদ এমরান
কার্যকরী সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলী

কল্পনা সাহা

জায়তুনা খাতুন

আজফার ইমাম

ক্ষুদ্রঋণ/কার্যক্রম বিভাগঃ

মানব সেবা অভিযান সংস্থা ব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগীতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দক্ষ নেতৃত্বে সঠিকভাবে কর্মী পরিচালনা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যার ফলে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এমআরএ ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ এর

নির্দেশনা এবং সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে লক্ষীত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঋণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসা সম্প্রসারণ, অসহায় মানুষের উন্নয়ন ঘটানো, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান। বর্তমানে জাগরন, অগ্রসর, সুফলন ও বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

মানব সেবা অভিযান সংস্থার হিসাব বিভাগে দক্ষ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁরা অনলাইন ও অফলাইনে সংস্থার হিসাব সংক্রান্ত সকল কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে থাকেন। সর্বস্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এই সংস্থার অন্যতম হাতিয়ার। সংস্থার সকল কার্যক্রম **১১**টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। নির্ভুল হিসাব, বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ, শাখাসমূহের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী যথাসময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমস্ত শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে 'গ্রামীণ কমিউনিকেশন কোম্পানি'র সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইন করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও বহিঃ নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা

সংস্থার সকল অফিস ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সঠিকভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বশীল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়, এলাকা কার্যালয় এবং সকল শাখার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্ভুল নিরীক্ষা বিবরণী সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত উপস্থাপন করেন। সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পাশাপাশি এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত সিএ ফার্ম দ্বারা প্রত্যেক অর্থবছরের হিসাব বহিঃ নিরীক্ষা করানো হয়। এছাড়াও পিকেএসএফ তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নিরীক্ষা করে থাকে।

প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ

এই বিভাগ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক নিয়ম ও কৌশল নির্ধারণ করে সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করে থাকে। সংস্থায় নীতিমালা বহির্ভূত বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোন ঘটনা ঘটলে তদন্ত সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। সংস্থার যেকোন সমস্যা সমাধানে নীতিমালা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক ও যোগ্য জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন, পদোন্নতি, বদলী, উৎসাহ প্রদান, অফিস আদেশ প্রদান, সুষ্ঠু ও সুশৃংখল কর্মপরিবেশ তৈরীসহ সংস্থার সকল নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এই বিভাগ কাজ করে থাকে।

সংস্থার বর্তমান নীতিমালাসমূহ

- নিয়োগ, চাকুরি, বেতন ও ভাতাদির নীতিমালা।
- সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা।
- প্রভিডেন্ট ফান্ড নীতিমালা

- আর্থিক হিসাববিধি ও ক্রয় নীতিমালা।
- শাখা সম্প্রসারণ নীতিমালা।
- ঋণ ঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল নীতিমালা।
- কর্মী ঋণ নীতিমালা।
- জেন্ডার নীতিমালা
- কর্মী কল্যাণ নীতিমালা
- যানবাহন ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ নীতিমালা
- আইটি নীতিমালা

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নীতিমালাসমূহকে হালনাগাদ ও সময়পোযোগী এবং প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়।

সংস্থার কর্মী সংখ্যা

মানব সেবা অভিযান সংস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার পেছনে রয়েছে সৎ ও দক্ষ জনশক্তি । সংস্থার কার্যক্রম ও কর্মএলাকা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, কর্মীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্থার কর্মী সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ধরন	পুরুষ	নারী	মোট
স্থায়ী	৫৪	৮	৬২
শিক্ষানবিশ	১০	৩	১৩
চুক্তিভিত্তিক	২	১১	১৩
মোট =	**৬৬**	**২২**	**৮৮**

- **সংস্থার কর্মএলাকা :** সংস্থার অনুমোদিত কর্মএলাকা রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ ও পাবনা জেলা হলেও বর্তমানে রাজশাহী এবং পাবনা জেলায় কর্মসূচি বিদ্যমান।

- **সংস্থার শাখার সংখ্যা:** সেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যেই সূচনা হয় মানব সেবা অভিযান সংস্থার। পরবর্তীতে সেবা কার্যক্রম জোরদার করনের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে রাজশাহী জেলায় ৯টি ও পাবনা জেলায় ২টি, সর্বমোট **১১** টি শাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে আরো শাখা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে।

সংস্থার বর্তমান কর্মসূচিসমূহ

সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানব সেবা অভিযান নিম্নের কর্মসূচিসমূহ পরিচালনা করে থাকে।

১. ক্ষুদ্রঋণ।

২. সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ।

৩. সুদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ।

৪. এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি।

৫. মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তিঃ

(ক) মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

(খ) এককালীন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

৬. সেবা ফান্ডের কর্মসূচিসমূহ:

(ক) শিক্ষা সহায়তা প্রদান।

(খ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

(গ) বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।

(ঘ) বিনামূল্যে হুইল চেয়ার বিতরণ।

৭. দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদান।

৮. যাকাত তহবিল।

৯. এতিম ও দুস্থ মেয়েদের বিবাহ তহবিল।

১০. অসহায় ও দুস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

১১. বৃদ্ধনিবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় তহবিল।

১২. গাছ বিতরণ কর্মসূচি।

১. ক্ষুদ্রঋণ

দেশের বাইরের কোন দাতা সংস্থার অনুদান ছাড়াই সদস্যদের সঞ্চয়, সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ, ব্যাংক ঋণ এবং পিকেএসএফ-এর ঋণ সহযোগীতায় এই সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসা সম্প্রসারণ, অসহায় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান, হতদরিদ্র মানুষদের গ্রাম্য মহাজনদের শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করা এবং সর্বোপরি ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

কর্ম এলাকায় গঠিত সমিতি ও সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

সময়কাল	সমিতির সংখ্যা			সদস্য সংখ্যা		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
জুন/২০২৪ পর্যন্ত	৫	৬০৭	৬১২	১০১২	১১৭৯০	১২৮০২
জুন/২০২৫ পর্যন্ত	৫	৬৪৪	৬৪৯	১৪৩০	১৩০০৪	১৪৪৩৪
বৃদ্ধি	০	৩৭	৩৭	৪১৮	১২১৪	১৬৩২
বৃদ্ধির হার (%)		৬.১০%	৬.০৫%	৪১.৩০%	১০.৩০%	১২.৭৫%

সঞ্চয় : এই সংস্থা সদস্যদের ঋণ প্রদানের চেয়ে সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সদস্যগণ সঞ্চয়ের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি সমিতিতে মত বিনিময়, সচেতনতা সভা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, সঞ্চয় করার কৌশল, বিপদের সময়ে সঞ্চয়ের ব্যবহার, বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্পে সঞ্চয়ের টাকার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করে তোলা হয়।

বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন/স্থিতি	আদায় হার (%)
জুন-২০২৪ পর্যন্ত সঞ্চয় স্থিতি	-	**১৪,৪১,২৭,৬৭৩/-**	
চলতি বছরে সঞ্চয় আদায়	১৪,০০,০০,০০০/-	১১,৮৭,৪৪,৩৬৩/-	৮৫%
চলতি অর্থ বছরে সঞ্চয়ে প্রদত্ত সুদ	-	৮৬,৯৫,২৮৫/-	
চলতি বছরে সঞ্চয় উত্তোলন	১২,০০,০০,০০০/-	১০,৭১,২৭,১২৩/-	৮৯.২৭%
জুন-২০২৫ পর্যন্ত সঞ্চয় স্থিতি	-	**১৬,৪৪,৪০,১৯৮/-**	
সঞ্চয় বৃদ্ধি		**২,০৩,১২,৫২৫/-**	১৪.১০%

ঋণ: মানব সেবা অভিযান দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে মাসিক ভিত্তিতে ঋণের কিস্তি আদায় করা হতো। বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে ২০০৩ সাল থেকে মাসিক কিস্তির পাশাপাশি সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমেও ঋণ আদায় শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিধিবিধান মোতাবেক আমাদের সংস্থা ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি(এমআরএ)'র সনদ পায়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সংস্থার বিতরণকৃত ঋণ প্রায় ৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সংস্থার খেলাপি ঋণ প্রায় ৬৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা বেড়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা।

ঋণী সদস্য

সময়কাল	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		
	পুরুষ	নারী	মোট
জুন/২৪পর্যন্ত	৫০৭	৮৫২১	৯০২৮
জুন/২৫পর্যন্ত	৮৭৩	৯৪৯৯	১০৩৭২
সদস্য বৃদ্ধি	**৩৬৬**	**৯৭৮**	**১৩৪৪**
বৃদ্ধির হার (%)	**৭২.১৯%**	**১১.৪৮%**	**১৪.৮৯%**

ঋণ বিতরণ

সময়কাল	পরিমাণ		
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন/স্থিতি	আদায়/অর্জন হার (%)
জুন/২০২৪ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি	-	**৩৬,৩৯,৬১,৭৩৭/-**	-
চলতি বছরে মোট ঋণ বিতরণ	৮০,০০,০০,০০০/-	৬৬,৩৯,২৫,০০০/-	৮২.৯৯%
চলতি বছরে মোট ঋণ আদায়	৭০,০০,০০,০০০/-	৫৭,৬৪,৩৫,৫৪০/-	৮২.৩৫%
জুন/২০২৫ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি	-	**৪৫,১৪,৫১,১৯৭/-**	-
ঋণ বৃদ্ধি		**৮,৭৪,৮৯,৪৬০/-**	২৪.০৪%

২. সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ

জ্ঞাননির্ভর জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই,আর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থ। তাইতো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রাখা এবং উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার জন্য মানব সেবা অভিযান সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে । একাদশ বা তদূর্ধ্ব শ্রেণীর গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি এবং শিক্ষাঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু নবম ও দশম শ্রেণীর গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এরূপ কোনো সহায়তা নেই। নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য এই সংস্থায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১৪২ শিক্ষার্থীকে ৮,৫২,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ১৩৬৯ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৮২,১২,০০০/- টাকা সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছর	**ঋণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী**র সংখ্যা	প্রদানকৃত বৃত্তির পরিমান (টাকা)
২০২৪-২০২৫	১৪২ জন	৮,৫২,০০০/-

২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

৩. সুদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আমাদের দেশ তথা সমাজের বোঝা নয় বরং একটু সহযোগিতা পেলে তাঁরাও আর দশজনের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন-এই সত্যকে সামনে রেখেই সংস্থা ২০০৯ সাল থেকে সুদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মএলাকার দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে মর্যাদার সাথে পরিবারে অবদান রাখছেন। ফলে পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪২জন দুস্থ প্রতিবন্ধীকে ৩,৬১,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ৩৩১ জন দুস্থ প্রতিবন্ধী সদস্যের মাঝে সর্বমোট ১৮,৪৫,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীগণ পরিবারের বোঝা না হয়ে যেন নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারেন এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

অর্থবছর	বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমান
২০২৪-২০২৫	৪২ জন	৩,৬১,০০০/-
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

৪. এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান।

এই সংস্থা ২০২১-২২ অর্থ বছরের অক্টোবর মাস হতে এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান শুরু করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজে অধ্যায়নরত অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসে জনপ্রতি ৩,০০০/- করে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪ জন শিক্ষার্থীকে ১,৩৫,০০০ /- টাকা এবং জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৫ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৫,৮৫,০০০/-টাকা **এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি** প্রদান করা হয়েছে। এই বৃত্তি মানব সেবা অভিযান-এর একটি চলমান প্রক্রিয়া।

অর্থবছর	বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমান (টাকা)
২০২৪-২০২৫	৪জন	১,৩৫,০০০ /-
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

৫. মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি ফান্ড হতে দুইভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা হয়

(ক) মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দশজন অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাসে ১০০০/- টাকা করে মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান শুরু হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর ধরণ ও শ্রেণীভেদে এই মাসিক বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজে স্নাতকোত্তর, স্নাতক,দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণী, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং

স্কুল পর্যায়ে অধ্যয়নরত দুস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থী ভেদে মাসে ১,০০০/- টাকা হতে ৩,০০০/- টাকা করে এই বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, আমেরিকা প্রবাসী ডাঃ মোঃ আসিফ ইকবাল-এর আর্থিক সহায়তায় তাঁর পিতা মরহুম আবুল কাশেম-এর নামে **আবুল কাশেম মেমোরিয়াল বৃত্তি** ফান্ড হতে প্রথম এই বৃত্তি প্রদান শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁদের প্রিয়জনদের স্মরণে এই বৃত্তি ফান্ডে আর্থিক সহযোগিতা করছেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২১ জন শিক্ষার্থীকে ৬,৬৬,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ৪৬ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ২৬,৮৭,০০০/- টাকা মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছর	বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রদানকৃত বৃত্তির পরিমান (টাকা)
২০২৪-২০২৫	২১ জন	৬,৬৬,০০০/-
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

(খ) এককালীন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে আমাদের সংস্থা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অস্বচ্ছল ও পিছিয়ে পড়া সদস্যগণের যে সকল সন্তানেরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তুলনামূলকভাবে ভাল ফলাফল করছেন তাদের জন্য আমাদের এই কর্মসূচি। এই ধরণের পরিবারের শিক্ষার্থীদের তৃণমূল থেকে খুঁজে বের করে শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য এককালীন মেমোরিয়াল শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। জুন/২০২৫ পর্যন্ত ১৩২ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৪,৩৬,৫০০/- টাকা মেমোরিয়াল বৃত্তি ফান্ড হতে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি ফান্ডের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	মেমোরিয়াল বৃত্তি ফান্ডের শিরোনাম
১	মুরশেদ আলী মেমোরিয়াল বৃত্তি
২	শামসুন নাহার খানম-ইব্রাহিম হোসেন খান মেমোরিয়াল বৃত্তি
৩	সাবেরা হক- শহীদ নজমুল হক মেমোরিয়াল বৃত্তি
৪	মোঃ আবুল কাশেম মেমোরিয়াল বৃত্তি
৫	আব্দুস সাত্তার মেমোরিয়াল বৃত্তি
৬	আলাউদ্দিন-মনোয়ারা মেমোরিয়াল বৃত্তি
৭	শামসুন নাহার মেমোরিয়াল বৃত্তি

৮	আইনুল হক মেমোরিয়াল বৃত্তি	
৯	গোলাম মোস্তফা মেমোরিয়াল বৃত্তি	
১০	বেগম সাকিনা-মুহাম্মদ মুইজ্জ মেমোরিয়াল বৃত্তি	
১১	ড. সৈয়দ সাফিকুল আলম মেমোরিয়াল বৃত্তি	
১২	জাহানারা বেগম মেমোরিয়াল বৃত্তি	
১৩	মোমেনা বেগম মেমোরিয়াল বৃত্তি	
১৪	আখতার জাহান মেমোরিয়াল বৃত্তি	
১৫	আজীম উদ্দীন মেমোরিয়াল বৃত্তি	
	অন্যান্য আদায় (সাময়িক ঋণের সার্ভিস চার্জ)	
	ক্রমপঞ্জিভুত অনুদান গ্রহণ	**২৬,৪২,৭৪১/-**
	ক্রমপঞ্জিভুত অনুদান প্রদান	**২৬,১৮,৫০০/-**
	জুন/২৫ পর্যন্ত স্থিতি	**২৪,২৪১/-**

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এ্যান্ড কলেজের ইংরেজী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধ্যাপক জনাব রেবেকা মার্জান তাঁর মা-বাবার স্মরণে **বেগম সাকিনা-মুহাম্মদ মুইজ্জ** মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা, রাজশাহী কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী বালাজান নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আখতার জাহান বেগম তাঁর মা-র নামে **শামসুন নাহার** মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা, মোঃ শামসুল আজম খান তাঁর স্ত্রীর স্মরণে **আখতার জাহান বেগম** মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা, প্রফেসর ড. মাহমুদ আখতার শরীফ তাঁর পিতার স্মরণে **মুরশেদ আলী** মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা, মোঃ সারওয়ার জাহান বাবু জনদরদী চিকিৎসক মরহুম **ড. সৈয়দ সাফিকুল আলম**-এর নামে মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা এবং তাঁর মা-বাবা স্মরণে **শামসুন নাহার খানম-ইব্রাহীম হোসেন খান** মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা, রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর শামীম আফরোজ তাঁর বাবা'র স্মরণে **আজীম উদ্দিন** মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য দুই লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে অনুদান দিয়েছেন।

সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গ তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই বৃত্তি চালু করতে পারেন।

৬. সেবা ফান্ডের কর্মসূচিসমূহ

সেবা ফান্ডের মাধ্যমে নিঃস্ব, গরিব ও অসহায় ব্যক্তিবর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, দুর্ঘটনা, সৎকার ইত্যাদি জরুরি প্রয়োজনে সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই সহায়তা করা হয়। সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হতে বাৎসরিক মুনাফার একটি অংশ এবং বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অনুদান নিয়ে এই তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নে সেবা ফান্ড হতে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দেয়া হলো

।

(ক) শিক্ষা সহায়তা প্রদান

সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হলো মানসম্মত শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ভাল-মন্দ বোধের সৃষ্টি হয়। কেবল শিক্ষিত জাতিই পারে সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করে সুখী সমাজ গঠন করতে। আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে দরিদ্র ও হতদরিদ্র সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, SSC ও HSC পরীক্ষার ফরম পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এই খাতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫১ জন শিক্ষার্থীকে ৩,৯৫,০০০/- টাকা এবং জুন/২৫ পর্যন্ত ১৬০৭ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ২১,৬৭,৫৯৬/- টাকার শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছর	সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট সহায়তার পরিমান (টাকা)
২০২৪-২০২৫	৫১ জন	৩,৯৫,০০০/-
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

(খ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

সুস্বাস্থ্য সুখী জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। শিক্ষা সহায়তার পরেই এই সংস্থা থেকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দরিদ্র মানুষের জন্য ঔষধ ক্রয়, বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল টেষ্ট, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ফিস, আলট্রাসনোগ্রাফি, অপারেশন ইত্যাদির জন্য এই সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এই সহায়তা বাবদ ৯৮ জনকে ৫,৭৯,০০০/- টাকা এবং জুন/২৫ পর্যন্ত ৬৪০ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সহায়তা বাবদ সর্বমোট ১৯,৯৭,০১০/- টাকা প্রদান করা হয়।

অর্থবছর	সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট সহায়তার পরিমান (টাকা)	এপর্যন্ত	
			মোট শিক্ষার্থী	মোট টাকা
২০২৪-২০২৫	৯৮ জন	৫,৭৯,০০০/-		
২০২৫-২০২৬				
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)				

(গ) বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ

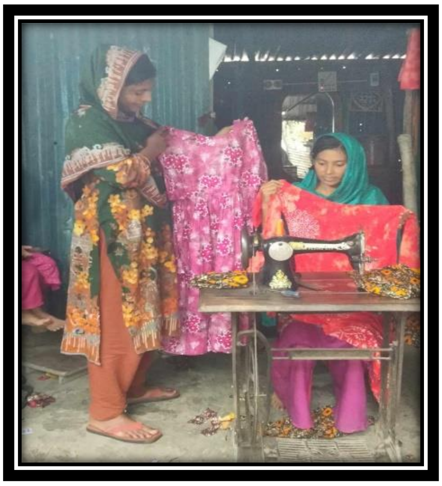

দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় দেখা যায় অনেক নারী বিধবা হয়ে অথবা স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত ও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটান, কখনও বা দরিদ্র বাবার সংসারে আশ্রয় নেন। দুস্থ বাবা দুমুঠো খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খায়, তার উপরে অসহায় মেয়ের বাড়তি চাপ। **মানব সেবা অভিযান** এই সকল দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে ২০১৬ সাল হতে সেলাই মেশিন প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমাজের বিত্তবান সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্য এবং সেবা ফান্ডের অর্থ দিয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৬টি সেলাই মেশিন এবং জুন/২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৭২টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচি একটি চলমান প্রক্রিয়া যাতে পিছিয়ে পড়া অসহায় মেয়েরা কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতায় সমাজের সকল বাধা অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

অর্থবছর	সেলাই মেশিন প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	প্রদানকৃত সেলাই মেশিনের সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	৬জন	৬টি
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

(ঘ) বিনামূল্যে হুইল চেয়ার বিতরণ

নিজ পায়ে চলাচলে অক্ষম দরিদ্র ও অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পৃথিবীটা অনেক ছোট, ঘর আর উঠানের বাইরে তারা যেতে পারেন না। এদের মধ্যে শারীরিক ও মানষিক প্রতিবন্ধীদের কষ্ট আরো বেশি। এই সকল ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য মানব সেবা অভিয়ান বিনামূল্যে হুইল চেয়ার প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এবং সংস্থার সেবা ফান্ডের অর্থ দিয়ে ২০১৬ সাল হতে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২৫টি এবং জুন/২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫৭ টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে এই কর্মসূচি বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে।

অর্থবছর	হুইল চেয়ার প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	প্রদানকৃত হুইল চেয়ারের সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	২৫ জন	২৫টি
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

৭. অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদান

একটি শিশুর কান্না মানুষকে যেভাবে ব্যথিত করে একজন বয়স্ক মানুষের অসহায়ত্ব ও আর্তনাত সেভাবে নাড়া দেয়না বলেই অনেক সময় সন্তানেরাই নিজ পিতামাতার যত্ন নেয় না। আমাদের সমাজে অনেক দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তি আছেন যারা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে খেয়ে-নাখেয়ে দিন পার করছেন। অসুখে-বিসুখে চরম কষ্টের মধ্যে তাঁদের দিন পার হচ্ছে। যাদের উপযুক্ত ছেলেমেয়ে নাই তাদের ক্ষেত্রে কষ্টের মাত্রা আরো বেশী। আমাদের প্রত্যেকের উচিত এদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো। এই অনুভুতি থেকে আমাদের সংস্থা সমাজের দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য ২০১২-২০১৩ সাল থেকে **অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা** প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন মাস পরপর ২৪০০/- টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৪৫ জন অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিকে ৪,৪১,৬০০/- এই সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং জুন/২০২৫ পর্যন্ত ৬৪ জন অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিকে সর্বমোট ১৫,৬৫,৫৭৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। সমাজের দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ভবিষ্যতে এই কর্মসূচি আরো সম্প্রসারণ করা হবে।

অর্থবছর	ভাতাপ্রাপ্ত অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা	প্রদানকৃত ভাতার পরিমান (টাকা)
২০২৪-২০২৫	৪৫ জন	৪,৪১,৬০০/-
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

৮. যাকাত তহবিল

আমাদের দেশে অনেক হতদরিদ্র পরিবার আছে যাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় কর্মহীন অথবা মারা গেলে তাদের পরিবার এক চরম অনিশ্চয়তা ও হতাশার মধ্যে পড়ে যায়। এই সমস্ত পরিবার উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, পুণর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে। আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে তারা নিজেদের চিকিৎসার স্বল্পতম ব্যয়ভারও বহন করতে পারেন না। এছাড়াও চিকিৎসা শেষে অনেক রোগীই সম্পূর্ণ শারীরিক সক্ষমতা ফিরে পায় না, ফলে সেই পরিবারটি একেবারে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। কর্মএলাকার মধ্যে এই ধরণের যে সকল অসহায় পরিবার আছে তাদের সহযোগিতার জন্য এই সংস্থায় যাকাত তহবিল গঠন করা হয়েছে। দুস্থ নারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের এই কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। এই তহবিলের অর্থ দিয়ে গরিব সদস্যদের প্রয়োজনে সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার ইত্যাদিও প্রদান করা হয়। যাকাত তহবিল হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৮৯ জনকে ২,১১,৯৩৭/- টাকা এবং জুন/২৫ পর্যন্ত ২৯০ জনকে সর্বমোট ৫,৫৬,৭৮৭/-টাকার বিভিন্ন উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছর	যাকাত তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	প্রদানকৃত সহায়তার পরিমান (টাকা)
২০২৪-২০২৫	৮৯ জন	২,১১,৯৩৭/-
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

১০. এতিম ও দুস্থ মেয়েদের বিবাহ

গরিব, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে সহায়তা প্রদানের জন্য দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে এই তহবিল গঠন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে দুই জন এতিম ও দুস্থ মেয়েকে ৮,০০০/- টাকা এবং জুন/২৫ পর্যন্ত ২৬ জন এতিম ও দুস্থ মেয়েকে সর্বমোট ১,০২,৫০০ /- টাকা এই সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছর	সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	প্রদানকৃত সহায়তার পরিমান (টাকা)
২০২৪-২০২৫	২ জন	৮,০০০/-
২০২৫-২০২৬		

বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

১১. অসহায় ও দুস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান

দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া, আত্মকর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে সংস্থা ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে অসহায় ও দুস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৬ টি এবং জুন/২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৯ টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ।

অর্থবছর	বিদ্যুৎ মিটার প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	প্রদানকৃত বিদ্যুৎ মিটারের সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	৬ জন	৬ টি
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

১২. বৃদ্ধনিবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় তহবিল

বৃদ্ধনিবাস এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রকল্পটি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগণের আবাসন ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। আমাদের সমাজের অসহায় মানুষজন বেকারত্ব, ক্ষুধা ও অপুষ্টির সাথে জীবনযাপন করে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধা খুবই কম বলে বিনা চিকিৎসায় প্রতি বছর অনেক লোক কষ্ট পান। বৃদ্ধ বয়সে অনেক অসহায় মানুষ নিজ বাড়িতে বসবাস করার জায়গাটাও পান না। এই সকল বাস্তবতা বিবেচনা করে আমাদের সংস্থা এই মহৎ উদ্যোগটি হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৫৬,৮১,২১৬/- টাকার তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৩. গাছ বিতরণ কর্মসূচি

২০২২ সাল থেকে মানব সেবা অভিযান সংস্থার সকল শাখা অফিসে উৎকৃষ্ট মানের কলমকৃত চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে। সংস্থার মহিষবাথান, আলীগঞ্জ, দামকুড়া, দারুশা, নওদাপাড়া, নওহাটা, কেশরহাট, ফরিদপুর, রাজাবাড়ী ও ভাঙ্গুড়া ইত্যাদি শাখায় জনপ্রতি ১টি করে কলমকৃত ফলদ ও ১টি করে বনজ গাছের চারা বিতরণের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পালিত হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১০৭০ টি পরিবারের মধ্যে ১,৫৩,১৭৮/- টাকার গাছ বিতরণ করা হয়েছে এবং জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৩৯৭০ টি পরিবারের মাঝে সর্বমোট ৪,৮৩,৭১৮/- টাকার গাছ বিতরণ করা হয়েছে।

অর্থবছর	গাছ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	প্রদানকৃত গাছের মূল্য
২০২৪-২০২৫	১০৭০ টি	১,৫৩,১৭৮/-
২০২৫-২০২৬		
বৃদ্ধি/হ্রাস (%)		

কেস স্টাডি ১

সেলাই মেশিনেই স্বাবলম্বী সাবিনা

পারিবারিক দৈন্যতা, বাল্যবিবাহ আর অকালে স্বামী হারানোর ফলে জীবনে এক কঠিন বাস্তবতার মাঝে **মানব সেবা অভিযান** সংস্থার একটু সহযোগিতায় আজ তিনি স্বাবলম্বী। এই অসহায় মানুষটি হচ্ছেন রাজশাহীর পবা উপজেলার পিল্লাপাড়া গ্রামের মোসাঃ সাবিনা বেগম। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে ছোট বেলা থেকেই অভাব-অনটনকে সঙ্গি করে মাত্র **১৩** বছর বয়সে দূর্গাপুর উপজেলার পুরানতাহিরপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর বাড়ীতে তিনি সুখের সংসার গোছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এরই মাঝে তার কোল আলোকিত করে এক ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে তার ছোট সংসারে দিন কেটে যাচ্ছিল, কষ্টের মাঝেও আশায় ছিলেন একদিন সুখের দেখা পাবেন।

ছেলের বয়স যখন এক বছর তখন হঠাৎ স্বামী স্ট্রোকে মৃত্যুবরণ করেন, তার সুখস্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। অভাগা সাবিনা যেদিকে চায়, সাগর যেন শুকায়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে আবার দরিদ্র বাবার পরিবারে ফিরে আসেন সাবিনা। শুরু হয় নতুন করে দুঃখী জীবনে সফলতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লড়াই। শিশু সন্তান কোলে নিয়ে বিভিন্ন মানুষের বাড়ীতে কাজ করতে থাকেন, তাতে যা পান কোনক্রমে সন্তানকে নিয়ে দিনাতিপাত করেন এবং মাঝে-মধ্যে সময় পেলেই প্রতিবেশী এক বোনের কাছে সেলাইয়ের কাজ শেখেন। সাবিনা মোটামুটিভাবে সেলাইয়ের কাজ শিখলেও টাকার অভাবে মেশিন কেনা সম্ভব হয়নি। নওহাটা শাখার মাঠসংগঠক মোঃ রনি আলী সমিতিতে আলোচনা করেন যে, মানব সেবা অভিযান সংস্থা অসহায় মেয়েদের বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান করে থাকে। আলোচনার এক পর্যায়ে সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সাবিনার কথা বললে মাঠসংগঠক রনি তার সাথে দেখা করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট জমা দেন। অতঃপর শাখা ব্যবস্থাপক এই তথ্যাদি যাচাই করে এলাকা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। **মানব সেবা অভিযান** থেকে ২০১৭ সালে সাবিনাকে একটি নতুন সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। সেলাই মেশিন হাতে পেয়ে সাবিনা যেন এক স্বপ্নের রাজ্যে নিজেকে দেখতে পান। অধরা স্বপ্ন বাস্তবায়ন হওয়ায় সাবিনা আবেগ আপ্লুত হয়ে সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আয়ের একমাত্র উৎস সেলাই মেশিন হাতে পেয়ে প্রতিবেশীদের ছোটখাট কাজের অর্ডার নিয়ে কাজ শুরু করেন, সামান্য আয়ে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে নতুন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে থাকেন। বর্তমানে সেলাই মেশিনে কাজ করে সাবিনা অনেক স্বচ্ছল জীবনযাপন করছেন, তাঁর ছেলে সজীব নওহাটা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে পড়ছে। সারা বছর স্বাভাবিকভাবে কাজ করে

ভালই আয় হয় এবং ঈদ বা অন্য কোন উৎসবে তার আয়ের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। অনেক সময় বেশি কাজের অর্ডার পেলে একা শেষ করতে পারেন না, ২/৩ জন সহযোগী সাথে নিয়ে কাজ শেষ করেন। পাশাপাশি এলাকার কিছু মেয়েকে তিনি সেলাই মেশিনের কাজও শেখাচ্ছেন। তিনি বলেন **"আমি নিজে মেলা কষ্ট করিচি, মানুষের মেলা রকম কতা শুনিচি কিন্তু কেউ কিছু দেয়নি, মানব সেবা (মানব সেবা অভিযান) আমাক সায্য করিচে"**। সম্প্রতি সাবিনার সাথে সাক্ষাতকালে দেখা যায় সেলাই মেশিনের উপার্জন দিয়ে বাবার ভিটায় নিজে থাকার জন্য টিনের বাড়ী তৈরী করেছেন এবং স্বামীর ভিটাতে ছেলের জন্য ছাদ দিয়ে পাকা বাড়ী করে দিয়েছেন। সেলাই মেশিনের উপার্জনে দারিদ্র দূর করে আজ তিনি সুখের আলোয় উদ্ভাসিত একজন সফল নারী।

তিনি ভবিষ্যতে মেশিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিজের আয় বাড়ানোর পাশাপাশি আরো অনেক মেয়েকে সেলাই কাজ শিখিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করতে চান। মানব সেবা অভিযান সংস্থার সেবা কার্যক্রম আরো বিস্তার লাভ করুক, প্রত্যেক এলাকায় তাঁর মত অসহায় মেয়েরা সংস্থার সহযোগিতা পেয়ে স্বাবলম্বী হোক এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন সাবিনা।

কেস স্টাডি ২

সানজিদার স্বপ্ন সার্থক হোক

বাগানের সৌন্দর্য ফুল, শিশুও পরিবারে ফুলের মতই। সকলে তাকে ভালোবাসবে, আদর করবে, তাকে নিয়ে আনন্দ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে এর বিপরীত পরিস্থিতি তৈরী হয় যা খুবই বেদনাদায়ক। তেমনটিই ঘটেছে ছোট্ট ফুটফুটে সানজিদার জীবনে। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার প্রেমতলী গ্রামের সারোয়ার জাহান ও হাজেরা খাতুনের মেয়ে সানজিদা জাহান। পৃথিবীতে আসতে না আসতেই তার জীবনে ঘটে এক মর্মান্তিক দূর্ঘটনা। মাত্র দুই বছর বয়সে বাড়ীতে বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার কবলে পরে সানজিদা। এই দুর্ঘটনায় সানজিদাকে বাঁচাতে গিয়ে তার মা মৃত্যুবরণ করেন। সানজিদা প্রাণে বেঁচে গেলেও তার দুই পা অকেজো হয়ে যায়। হাসপাতালে নিলে ডাক্তারের পরামর্শে তার দুটি পা কেটে ফেলা হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস- সানজিদার পিতা তাকে ফেলে অন্য জায়গায় বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। অবুঝ শিশু তখনও ভালো করে কথা বলা শেখেনি। মায়ের মৃত্যুর পর পাষন্ড পিতা নিজের সুখের জন্য এতটুকু শিশুকে ফেলে চলে গেলে ফুফু শামীমা আক্তার সানজিদার সম্পূর্ন দায়িত্ব কাঁধে নেন। নিঃসন্তান শামীমা পরম স্নেহে নিজ সন্তানের মতো তার চিকিৎসা ও যত্ন করেন।

ফুফুর বাড়ী রাজশাহী শহরের তালাইমারিতে। ফুফুর কোলেই সানজিদার চলাফেরা। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে সানজিদা, ফুফু এখন আর তাকে কোলে নিয়ে ঘুরতে পারেন না। দরিদ্র মানুষ অনেক কষ্ট করে একটি হুইল চেয়ার কেনেন, কিন্তু অল্প টাকায় কেনা হুইল চেয়ারটি খুব তারাতারি নষ্ট হয়ে যায়। এখন সানজিদার বয়স আট বছর। সে স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। অনেক মেধাবী সানজিদা ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করছে। হুইল চেয়ারের সমস্যার জন্য

চলাফেরা বন্ধ হতে লাগলো তার। ঠিক এই সময় মানব সেবা অভিযান সংস্থার এলাকা ব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম সানজিদা ও ফুফু শামীমার সাথে দেখা করে একটি হুইল চেয়ারে আবেদনপত্র সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। ১৭ মে ২০২৫ তারিখে মানব সেবা অভিযান সংস্থার বার্ষিক সেবা অনুষ্ঠানে সানজিদাকে একটি নতুন হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়। এখন সানজিদা সেই হুইল চেয়ারে বসে স্কুলে যায় এবং স্কুল শেষে মক্তবে কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে কি হতে চায় এমন প্রশ্নের উত্তরে সানজিদা জানায় সে ডাক্তার হতে চায়। কারণ বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় তার মা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং নিজের পা কেটে ফেলতে হয়েছে। তাই সানজিদা ডাক্তার হয়ে অন্যের চিকিৎসা করতে চায়।

ফুফু শামীমা আক্তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, “সানজিদা আমার মেয়ে, তাকে ঘিরেই আমার সব স্বপ্ন, আমিও চাই মেয়েটা ডাক্তার হোক।” তিনি আরও বলেন, “আমি দেখলাম মানব সেবা অভিযান গরিব মেধাবী ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচও দেয়। তাই আমি সাহস পাচ্ছি এবং স্বপ্ন দেখছি যে, আমার মেয়ে আজকে হুইল চেয়ার পেয়েছে আগামীতে এই সংস্থা থেকে লেখাপড়ার খরচও পেতে পারে। মানব সেবা অভিযান দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে যাক এমন দোয়া করি।”

কেস স্টাডি ৩

সফল নারী উদ্যোক্তা

রাজশাহীর পবা থানার হরিপুর ইউনিয়নের সোনাইকান্দি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে মোসাঃ তানজিলা বেগম। দরিদ্র দিনমজুর বাবার পরিবারে চার ছেলেমেয়েসহ সদস্য ৬ জন। চার ভাইবোনের মধ্যে বড় মেয়ে তানজিলা বেগম। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় এক দরিদ্র কৃষকের সাথে তার বিয়ে হয়। প্রত্যেক মেয়েই সময় স্বপ্ন দেখে তার বিয়ে হবে, সুন্দর গোছানো একটি সংসার হবে, আরো কত কি! তানজিলাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় স্বামীর সংসারে গিয়ে দেখেন তিনি নেশাগ্রস্ত। একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি আর দশটা মানুষের থেকে আলাদা এবং বিবেকহীন। তানজিলার স্বামীও সেই রকমই ছিল, বিয়ের পর থেকেই নানা অজুহাতে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো। নির্মম অত্যাচার সীমা অতিক্রম করলে তানজিলা বাধ্য হয়ে স্বামীকে তালাক দিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেন। বাবার অভাবের সংসারে এসে হতভাগী চরম দুশ্চিন্তা আর হতাশায় মধ্যে পড়েন।

এমন সময় মানবসেবা অভিযান-এর এক কর্মী পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে এই সংস্থা কিভাবে দাঁড়ায় তা বলেন। অতঃপর তিনি মানব সেবা অভিযান দামকুড়া হাট শাখার সোনাইকান্দি সমিতির সদস্য হন। ২০১৭ সালে প্রথমে ৪০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তানজিলা বেগম। এই টাকা নিয়ে তিনি ছিট কাপড়ের ব্যবসা এবং পা-চালিত সেলাই মেশিনের কাজ শুরু করেন। দক্ষতা ও পরিশ্রমের ফলে তাঁর ব্যবসা ও সেলাই খুব ভাল চলতে থাকে এবং তিনি এলাকায় পরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর ঋণ গ্রহণের পরিমানও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০২৫ সালে ব্যবসার লভ্যাংশ এবং পুনরায় ৭০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে তিনি বিদ্যুৎ চালিত সেলাই মেশিন ও এমব্রোডারি মেশিন কেনেন। বর্তমানে তানজিলা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। সংসারের অভাব দূর করে তিনি এখন স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী একজন মানুষ। স্বামীর নির্যাতনের

তিক্ত অভিজ্ঞতা আর বিবাহ বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় বিয়ের স্বপ্ন না দেখে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তানজিলা। মানব সেবা অভিযান সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ আর পরিশ্রমই আজকে তাঁকে স্বাবলম্বী করেছে। সেলাই মেশিনে কাজ করে নিজের খরচের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ভাই ও বৃদ্ধ পিতামাতাকেও তিনি দেখাশুনা করেন। তানজিলা স্বপ্ন দেখেন এভাবেই সেলাইয়ের পাশাপাশি বড় আকারে ছিট কাপড়ের দোকান করবেন যাতে ক্রেতাগণ তার কাছে কাপড় ক্রয় ও সেলাই দুটো সেবাই পায়। এতে তাঁর ব্যবসার আরও বিস্তার ঘটবে, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে, তিনি সমাজে সফল ও স্বাবলম্বী নারী হিসেবে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারবেন। মানব সেবা অভিযান সংস্থার সহযোগীতায় তিনি আজ স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন বলে সংস্থাকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি এই সংস্থার ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য সেবা কার্যক্রমের প্রসংশা করেন। পরিশেষে তানজিলা বেগম মানব সেবা অভিযান সংস্থার কার্যক্রম দেশের সকল জেলায় বিস্তার লাভ করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে এমনই আশা করেন।

মানব সেবা অভিযান-সংস্থার সকল সেবামূলক ও সামাজিক কর্মসূচিতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। উল্লেখিত কর্মসূচিসমূহ ছাড়াও হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণে আপনাদের সকল প্রস্তাব ও পরামর্শ সাদরে গ্রহন করা হবে।

ধন্যবাদ